ধর্মীয় মৌলবাদঃ সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে!

-বিপ্লব

[১]

প্রবাসী এই পিশীমার সাথে দেখা হয় নি অনেকদিন। বহুদিন বাদে দেখা-রাতভোর পুরানো দিনের স্মৃতির পাটিসাপ্টা ভেজে আড্ডার মৌতাত। ছেলের গার্লফ্রেইন্ডরা বিয়ে করতে নারাজ-চিন্তায় ছিলেন। বংশরক্ষার তাগিদ। যাইহোক এখন মুখে চন্দ্রমুখী হাসি-ভাবী বৌ বিয়ের দিনক্ষন সবে ঠিক হয়েছে।

-বুঝলা বাবা, এমন মাইয়্যাযে ঠাকুর দিলেন ভাবতেই পারি নাই। ডাক্তার হইছে-কিন্তু বাসন্তী পূজা না দিয়া সে জলটাও খাই না। দূগগা দূগগা - -

ভাবী বৌমা আমেরিকায় ডাক্তার। কিন্তু বারোমাসে তেরোপার্বণে কন্যে! চারটিখানি কথা!

তেরোপার্বনে কন্যে কথাটা আমার অতীতের গার্লফ্রেইন্ডদের জন্যে ব্যাবহার করতাম। জীবনে যেদুজন পি এইচডি ওয়ালা মেয়ের সাথে প্রেমকরেছি-ওরা ছিল এইরকম। কৃতবিদ্য-হালফ্যাশনে দুরস্ত-কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসে অজপাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের বেঞ্চে। সেখানে উত্তরোন? নৈবচ!

ইউ টিউব খুলুন-হাজার হাজার ভিডীও- কোন 'বিজ্ঞানী' পরমেশ্বর তথা পরম আল্লায় বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে! সেটা আপত্তিকর নয়-কিন্তু যখন দেখি এইসব ভিডিও দেখিয়ে ধর্মবিশ্বাসী তথা খোদার খাসিরা নিজেদের ধর্ম কত বৈজ্ঞানিক সেই প্রমাণে নেমেছেন। কোরাণে সবআছে (অহ ইঙ্গিত আছে), ব্যাদে সব আছে (মেঘনাদ সাহার উক্তি ধার করিলাম)। এই সবআছের দল না বোঝে ধর্ম না বিজ্ঞানের দর্শন। ব্যাপারটা এত হাস্যকর। ধর্ম মানে পরমসত্য তথা পরমপিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস। বিজ্ঞানে পরম সত্য বলে কিছু নেই-থাকতে পারে না-সেটাই বিজ্ঞানের দর্শনের মুল ভিত্তি। বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান একশো আশি ডিগ্রীতে।দর্শনশাস্ত্রের এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত এইসব বিজ্ঞানীদের নেই- অথচ কোরান আর বেদে বিগব্যাং, ভ্রুনতত্ব ইত্যাদির এর সন্ধান পেয়েছে বলে এরা ড্যাং ড্যাং করে নাচছে! অধিকাংশ মুসসিম বিজ্ঞানী এবং প্রায় অর্ধেক ভারতীয় বিজ্ঞানীর ধর্মে অগাধ বিশ্বাস। যদিও আমেরিকার ৯২% বিজ্ঞানী ধর্মে অবিশ্বাসী! আমেরিকান, ভারতীয় আর মুসলিমদের জন্য বিজ্ঞান আর ধর্ম কি আলাদা? কেন আমাদের উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের এই হাল? কেন এদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস প্রবল? আল-কায়দা কিন্তু বেশ উচ্চশিক্ষিতদের সংগঠন। চাষী-শ্রমিক-খেটে খাওয়া মানুষ মৌলবাদি হয় না-হয় শিক্ষিত মানুষেরা। কেন?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

এদিকে আমার বাবা, মা এবং স্ত্রী আমার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মুশকিলে। বেশ কিছুদিন আগের কথা। বাবার এক পুরানো বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। নিপাট ভালো মানুষ। বয়সের ভারে ধর্মের পাল্লা ভারী। কথাপ্রসঙ্গে বললেন সংসার করতেছ, এবার ধর্মকর্মে মন দাও বাবাসকল।

আমি খুব হেসে ফেলেছিলাম। প্রায় প্রশ্ন করতে যাব-ছেলে মানুষ করার সাথে ধর্মের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না-বাবা বিপদ বুঝে ছেদ টানলেন। আমার স্ত্রী

তার পরিবার, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজনদের বলতে ভয় পান যে তার বর নাস্তিক। একবার এক খ্রীষ্টান সহকর্মিনীকে বলেছিলেন। উত্তরটা ছিল সহজ-তোমার বরের ওপর নিশ্চয় শয়তান ভর করেছে।

(২)

না- বহুদিন বাদে বাংলায় লিখতে বসেছি বলে আবোল তাবোল বকছি না। ধর্মের আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।যেটা আছে, সেটা হচ্ছে মানুষকে 'পরিচয়' বা আইডেন্টিটি দেবার জন্য একটা সামাজিক ট্রাডিশন। ধর্ম মানুষের মনে একটা কৃত্রিম আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তৈরী করে। মুসলমানরা মনে করে ইসলাম মহান-হিন্দুরা মনে করে তাদের ধর্ম ই সনাতন ধর্ম। কেন করে? ধর্মের ইতিহাস, ধর্মের পাতায় পাতায় অমানবিকতা!বর্বরতা? তাহলে কেন

একজন তার হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ে গর্ববোধ করে? কেন ওবামা তার মুসলিম পরিচয় সম্পূর্ন অস্বীকার করতে চান?

বাস্তব সত্য এটাই-পেট চালানোর দায়ে কেও ইসলাম বা হিন্দুত্ব পালন করে না-অনুসরন করে তার জৈবিক ধর্ম। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পরে কেন ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখি আমরা? তার শিষ্যরা ইসলাম অনুসরণ করলে এমন ত হওয়ার কথা নয়! একজন মুসলমান বাবার সাথে হিন্দু বাবার পার্থক্যটা কি? সবাই চাই নিজেদের ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত দেখতে! একজন মুসলমান মা কি একজন হিন্দু মায়ের থেকে তার ছেলেকে কম ভালোবাসে? আমাদের ধর্ম একটাই-নিজেদের ছেলেপিলেদের মানুষ করা। পুজো, নামাজ, হজ এসবের সাথে ছেলেপুলে মানুষ করার কি সম্পর্ক?

আপনি বলবেন- তোমার ছেলেটা নৈতিকতা কোথা থেকে পাবে হে? আমার নিজের নৈতিকতা বিজ্ঞানপ্রসূত। অতদূর গিয়ে লাভ নেই-বাঘ,সিংহরা পুজা অর্চনা দেয় না বলেই জানি।

ওদের নৈতিকতা নেই?

দেশভাগের সময় হিন্দু মুসলমানরা যেভাবে একে অপরকে মেরেছে-বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিসেনারা ইসলামের নামে বর্বরতার যে স্টীমরোলার বাংলাদেশের মানুষের ওপর চালিয়েছে-তা বাঘ বা সিংহ সমাজে কেও দেখেছে? মানুষ যে নিষ্ঠুরতার সাথে অন্য মানুষকে খুন করে, তার তুলনা সিংহজগতে পাবেন আপনি?

ধর্মের মতন নৈতিকতার ও কোন অস্তিত্ব নেই। আমি সততার পথে-কারণ, তা না হলে পেশাদারি জগতে বা সামাজিক জগতে আমার গ্রহণযোগ্যতা

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

থাকবে না। অসাধু ব্যাবসায়ীর কাছে কে যায়? ধরুন স্ত্রীকে ছেরে, অন্য মেয়ের পেছনে মন ছুক ছুক করে। কিন্তু পরকিয়াতে লিপ্ত হলে ফ্যামিলিতো লোপাট।
'আমি' বেঁচে আছি আমার ছেলের মধ্যে। পরকিয়াতে লিপ্ত হলে আমার জেনেটিক উত্তরাধিকারকে বাঁচাবো কিভাবে? নৈতিকতা বিবর্তনের পথে আসা সামাজিক আইন। বেঁচে থাকার জন্য-হ্যাঁ একদম জৈবিকযাপনের জন্য আমরা এগুলো অনুসরন করি। হিন্দুমুসলমানদের সবাই বাঁচার চেস্টা করছে-মোটেও ধর্মপালন করছে না। তা নাহলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয় না। ভারত নাকি ধর্মের দেশ-দুর্নীতি আবার এখানেই বেশি! বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই নৈতিকতার জন্ম-ধর্মগ্রন্থ পড়ে কেও নৈতিকতা শেখেও না-অনুসরন ও করে না। যেখানে জীবণধারন কঠিন-কঠোর দারিদ্রে আধপেটা জীবনসংকুলান-সেখানেই নৈতিকতার স্খলন সর্বাধিক। অনেক মুসলিম বলেন কোরান অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে কঠোর।তাতে লাভটা কি হল? ভারতে বা ইউরোপে, মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী অপরাধী।দারিদ্রই এর কারণ। আগের শতকে অন্যতম ঘৃণিত নাম আদিল আমিন।উগান্ডার এই মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান প্রায় দুই মিলিয়ান লোক হত্যা করেছেন- কোরান মুকস্থ বলতে পারতেন। তা কোরাণের নৈতিকতা কি কাজে এল? ধর্মগ্রন্থের বাইরে ধর্মীয় নীতিমালার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। মানুষ যে নৈতিকতার অনুসারী তা কিছুটা সমাজ থেকে, পরিবার থেকে-আর অনেকটাই ঠেকে শেখা।

তাহলে ধর্মের রইলোটা কি? শুধু পরিচিতি? আইডেন্টিটি না আইডেন্টিটি ক্রাইসিস? মানুষের সোস্যাল আইডেন্টিটি কেন দরকার হয়? সামাজিক পরিচয় কি সত্যিই জরুরী?

আমার সোস্যাল আইডেন্টিটি কি? বাঙালি, ভারতীয়, হিন্দু, ইঞ্জিনিয়ার, ভারতীয় আমেরিকান, আমেরিকান বাঙ্গালী, বাঙাল, লেখক, সাংবাদিক অনেক কিছুই দেওয়া যায়। এদের সবারই কম্যুনিটি আছে। 'নাস্তিক' পরিচয়টা কিন্তু কোন আইডেন্টিটি দিচ্ছে না-তাই আমার স্ত্রী অন্যদের সামনে আমার নাস্তিক পরিচয় নিয়ে ইতস্থত বোধ করছেন। নাস্তিকদের একটা সমাজ, স্যোসাল সাপোর্ট সিস্টেম থাকলে এই গেরো হয় না। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সমস্যা কম-কারন আমেরিকায় খুব সহজেই সমাজবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচা যায়। ভারতীয় এবং মুসলমান বিজ্ঞানীদের সমস্যা হচ্ছে তাদের ধর্মীয় সমাজে থাকতে হয়। এদের নাস্তিক হিসাবে বাঁচা খুব মুশকিল।

এখানে সোস্যাল ইউটিলিটির একটা তত্ব সমাজবিজ্ঞানীরা আওড়াচ্ছেন। যে লোকটা নিজের মুসলমান পরিচয়ে গর্বিত-সে মোটেও আবেগে এমন করে না। কারন সেই গর্বিত মুসলমানটিই ক্রিস্টিয়ান নাম ধারন করে ইসলামের শত্রু আমেরিকায় চাকরী খোঁজে। সে যুক্তিবাদি। ইসলাম তাকে কিছু দিচ্ছে বলেই, সে মুসলমান হিসাবে গর্বিত। বাপ-ঠাকুর্দা শিখিয়েছে বলে সে গর্বিত এমন ভাবলে অতিসরলীকরন হবে। যে অতিউচ্চশিক্ষিত মেয়েটি বাসন্তীপূজা করে(পাঠক মাপ করবেন-আমার চারপাশের উচ্চশিক্ষিত মহিলারা সবাই এই গোত্রের-ব্যাতিক্রম দুর্লভ) জলপান করে-সমাজবিজ্ঞানের দৃস্টিতে সেও কিছু বস্তুবাদি লাভের আশায় এটা করছে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

কি সেই বস্তুবাদি লাভ?

আসলেই আমাদের জীবনটা সম্পূর্ন বাজার অর্থনীতির ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক। কিছু কেনাকাটা প্রকাশ্যে-টাকার বিনিময়ে-কিছু বেচাকেনা হয় অদৃশ্যে। অধচেতন মনে। সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একজন বিক্রেতাকে, ক্রেতার কাছে গ্রহনযোগ্য হতে হবে। কেও মুসলমান সমাজে বড় হয়ে চাইবে না-ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তার বাবা-মা-স্ত্রী-আত্মীয়স্বজন-পাড়া প্রতিবেশী সবার বিরাগভাজন হতে। কথাটা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও সত্যি। যতই উচ্চশিক্ষিত হৌক না কেন একজন ব্রতচারিণী চন্ডীস্বাদ্ধী মেয়ে, নাস্তিক মেয়ে অপেক্ষা পুত্রবধূ হিসাবে শতগুন গ্রহনযোগ্য বৃহত্তর সমাজের কাছে। ভাবী পুত্রবধু নাস্তিক শুনলে অনেক বাবা মা উলটে পড়বে। আর আমাদের অস্তিত্বের মূলেই আছে যৌণতা। "বধূ" হিসাবে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা বাড়াতেই এত ব্রতপালনের ধূম। আমরা সামাজিক পন্য-নিজেদের ধার্মিক হিসাবে 'জাহির' করলে কম্যুনিটির কাছে দাম বাড়ছে।

[৩]

সামাজিক পরিচয় তত্বের হোতা হেনরি তাজফেল এবং জন টার্নার (১৯৭৯)। মানুষ কেন সাম্প্রদায়িক-তার ওপর গবেষনা করে এরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেনঃ

-আমরা আত্মসন্মান অর্জনের জন্য নিজেদের একজন কম্যুনিটি ক্লাবমেম্বার ভাবতে ভালোবাসি। কম্যুনিটি হিন্দু, মুসলমান, ফুটবল ক্লাব, বাঙ্গালি, বাংলাদেশী, ভারতীয়-যা খুশি হতে পারে।

-আত্মসন্মান অর্জনের সহজপন্থা হচ্ছে-নিজেদের গ্রুপকে অন্যদের চেয়ে ভাল ভাবা। এবং সেই চিন্তাকে যুক্তিসম্মত করার সব সময় চেস্টা করা হয়। প্রতিটি হিন্দু বা মুসলমান সব সময় ভেবে যাচ্ছে তাদের ধর্ম এবং তাদের ধর্মের মানুষরা-অন্য ধর্ম এবং ধার্মিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। মুসলিমরা মনে করে কোরাণ বিশুদ্ধ-বাইবেলে জল ঢুকেছে। আবার খ্রীষ্টানরা ভাবে আল্লা ধাপ্পাবাজি।

-অনেকে আবার বলার চেষ্টা করে হিন্দু বা ইসলামের মতন ধর্ম ইহজগতে নাই-এরা এক্সক্লুসিভ ক্লাবের মেম্বার হতে চাই। ইসলাম যা আছে তা অন্যধর্মে নাই-বা ইসলাম ই একমাত্র ১০০% আল্লাপ্রেরিত-বা বৈদিক সমাজ হচ্ছে আদর্শতম সমাজ-এমন শুনতে শুনতে কান পচে যাচ্ছে-বলার কিছু নেই। সবটাই নিজের আত্মসন্মান বাড়ানোর ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। ধর্মের আদৌকোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই-সবটাই ধার্মিকের মনে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস।

এটা সহজাত প্রবৃত্তি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে নিজেদের আত্মসন্মান বাড়ানোর মিথ্যে চেষ্টা। তবে আত্মসন্মান বাড়ানো বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। সততা, দানধ্যানের মাধ্যমে আত্মসন্মান বাড়ানো নিশ্চয় সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু ধর্মের পাংচারড় টায়ারে পাম্প দিয়ে আত্মসন্মান বাড়ে না-বরং এইসব লোকেদের বুদ্ধি নিয়ে সংশয় জাগে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

[৪]

আমাদের একটা ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। যেমন ধরুন আমি অমুকের ছেলে বা বাবা। বা আমি পেশাদার প্রযুক্তিবিদ। আবার সামাজিক পরিচয় আছে-বাঙ্গালী, ভারতীয় ইত্যাদি। অন্যের সাথে আলাপচারিতায়, আমি আমার কোন পরিচয় তুলে আনবো-তা স্থান কাল, পাত্র নির্ভরশীল। চেন এবং লি (২০০৭) বলছেন-এই যে সিদ্ধান্তটা আমরা নিচ্ছি-অর্থাৎ আমি আমার হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়টা কাজে লাগাবো কি না--তা পুরোটাই ব্যাবসায়িক এবং বাজার অর্থনীতি। অর্থাৎ যেখানে ভারতীয় বললে কাজ চলবে,সেখানে আমি ভারতীয়-যেখানে বাঙ্গালী বললে লাভ-সেখানে বাঙ্গালী। একজন বাংলাদেশী মুসলিমও তাসটা এই ভাবেই খেলেন-
যেখানে বাঙ্গালী পরিচয়ে লাভ বেশী সেখানে তিনি বাঙ্গালী-যেখানে মুসলিম পরিচয়ে লাভ বেশি সেখানে তিনি মুসলিম।

অনেক বাঙ্গালি মনে মনে জামাতি বা হিন্দুত্ববাদি। কিন্তু আলাপচারিতায় তা বলে না। কেন? সেই পরিচয়ের সংকট। উদার মন এবং মনন বাঙ্গালীর দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। তারও একটা বাজারদর আছে। আমরা উদার এটা দেখাতে পারলে, আমাদের গ্রহনযোগ্যতা বাঙ্গালী সমাজে বাড়ে। গুজরাটে এটা হয় না। ওখানে আবার উগ্রহিন্দুত্বদের গ্রহনযোগ্যতা বেশী।
সৌদি আরবে আবার যেমন ধর্মীয় উদারতা ব্যাপারটার অস্তিত্বই নেই। এই আমেরিতাতেই দেখছি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা খালি পিঠে নাইট ক্লাবে নাচছে -আবার সকালে বাসন্তীপুজাও চলছে-সবটাই সেই জৈবিক কারণে গ্রহনযোগত্যতার বাজার অর্থনীতি।হায়দ্রাবাদে বারে গিয়ে আমি দেখেছি অনেক মেয়ে বোরখা পড়ে ড্রিংক্স করতে এসেছে! বাইরে সে গ্রহনযোগ্যতার জন্যে মুসলিম পরিচয়টা রাখছে-ভেতরে সে রক্তমাংসের নারী।

[৫]

তাহলে মৌলবাদ আসছে কোথা থেকে?

এবার আমরা দেখি-কিভাবে আমাদের আচরন সামাজিক এই পরিচয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে বিজ্ঞানীরা (কোট এবং লেভিন) পাঁচ ধরনের ব্যাক্তিগত চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন।

(১) সব কিছুতেই না! অনেকটা বাচ্চাদের মতন। আমি গরুর মাংস খাবো না-শুয়োরের মাংস খাবো না-এই করব না-ওই করবো না- শনিবারে নিরামিষ খাবো! তসলিমাকে মেরে ফেলব কারণ ধর্ম বলেছে! এই সব 'না' এর ভিত্তিতে, নিজের পরিচয় জাহির করা। এরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা- সম্পূর্ন ভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল-এরাই
মৌলবাদের বোরে-ফুটসোলজার। রাজনীতিতে এরা খুব মুল্যবান-কারন যেহেতু এরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না- কোন ধর্মীয় গুরু বা অভিভাবক এদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। মৌলবাদি রাজনীতিতে তাই ধর্মগুরুদের অসাধারণ কদর । বিজেপি, বিএন পি, রিপাবলিকান পার্টী-সবাই এই খেলাটাই খেলে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(২) ককটেল- স্থান কাল পাত্র ভেদে বদলায়! অনেকটা কচুরীপানার মতন। রাতে পিঠ খুলে আধুনিকা-সকালে পূজারীনি। রাতে হ্যাঁ-সকালে না। এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে-আবার ড্রিকংস ও চলবে! একই সাথে আধুনিক/আধুনিকা এবং রক্ষনশীল হওয়ার চেষ্টা-কারন তাতে স্যোসাল ইউটিলিটি ভ্যালু বাড়ছে। ককটেল গ্রুপ। এরাই সংখ্যাগুরু।

(৩) অনুসন্ধানী-এরা অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। যেমন নিরোদ সি চৌধুরী। নিজের সমাজের ত্রুটিটাই এদের সবথেকে বেশী চোখে পড়ে। যেসব মুসলমানরা ইসলামের কঠোর সমালোচনা করছেন তারাও এই প্রকৃতির। এদের সমস্যা হচ্ছে এরা সমালোচনা যতটা করেন-সমাধান সেই অনুপাতে বাতলান না। অসন্তুষ্টি ই এদের চালিকা শক্তি। তবে সামাজিক বিবর্তন এদের হাতধরেই আসে। এরাই পরিবর্তনের প্রতিভূ।

(৪)অভিভাবক- এরা ফাদার বা মাদার ফিগার টাইপের রোলপ্লে করতে চান। ইনারা সাধারনত চরিত্রবান হন-সমাজের অনেক উপকারও এরা করেন-স্বীকৃতির ও মোহ থাকে। আমরা তাদের দাদা বা ভাই বলি-কি হাঁসপাতালে বা ফাংশানে ওমুক ভাই বা তমুক দাদাই ভরসা। সমস্যাটা হচ্ছে এরাও পরিবর্তনকে ভয় পান-যা চলছে তার মধ্যেই নিজেকে মহান করার প্রবণতা থাকে।

(৫)আত্মকেন্দ্রিক- এরা নিজেদের নিয়ে ভাবেন বেশী। সবসময় আত্মোন্নতির পথ খুঁজছেন। ক্যারিয়ারিস্ট। যে সমাজ তাকে আত্মউন্নতির পথ দেখাবে, তিনি সেই সমাজে থাকবেন। কর্পরেট ম্যানেজমেন্ট, সফল ব্যাবসায়িরা এই শ্রেণীর। এরা সুযোগ সন্ধানী -তাই পেটে টান না পড়লে প্রতিবাদ করেন না।

[৬]

এবার বোঝার চেষ্টা করা যাক কিভাবে মৌলবাদিরা ক্ষমতায় আসছে গণতন্ত্রের পথ ধরে। কোন সন্দেহ নেই ককটেল গ্রুপই বৃহত্তম-যেকোন গণতন্ত্রে। এরা মৌলবাদি নন। কিন্তু মৌলবাদকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও এদের নেই। মৌলবাদিরা তলোয়ার নিয়ে নেমে গেলে এরা জীহুজুর বনে যান। কচুরীপানার গতি শ্রোতের দিকে।যেকারনে প্রথম আলোর সম্পাদক মৌলবাদিদের পায়ে লুটিয়ে ক্ষমা চান। কারন তিনিও ককটেল শ্রেণীর। ফলে গণতন্ত্রের এই বৃহত্তম গ্রুপটি একই সাথে মৌলবাদি এবং বাজারের চাহিদার হাতে জিম্মি। বাকিরা মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু। ধনতন্ত্রে অবশ্য আত্মকেন্দ্রিক লোকের সংখ্যা বেশী।সমাজতন্ত্রে অবিভাবকের সংখ্যা বেশী।

তবে ধনতন্ত্র একটা ব্যাপারে খুব সক্রিয়। মানুষের এই পরিচয়কে ধ্বংশ করার ব্যাপারে-যেটা খুব গুরুত্বপূর্ন।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ধনতন্ত্রে পরিচয়টা নেমে আসে ক্রেতা বিক্রেতায়-বাকি হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয়, বাংলাদেশী সব ফালতু। আমেরিকায় বাংলাদেশী দোকানে ভারতীয় বাঙ্গালী হিন্দুদের বিশেষ খাতির-কেন?

কারন ক্রেতা হিসাবে তারা অনেকবেশী টাকার বাজার করে। ক্রেতার পরিচয়েই খাতির। যে ভাল কাজ করে, সেই একমাত্র দাম পায় আমেরিকায়।যে গরু যত দুধ দেয়-তার তত বেশী কদর। গরুর সামাজিক, পারিবারিক পরিচয়ে কি যায় আসে? ধণতন্ত্রে গরুর পরিচিতি তার দুধে। এইভাবেই পরিচয়বোধ আস্তে আস্তে লুপ্ত হচ্ছে আমেরিকায়। পথ অনেক দূর-তবে ব্যারাক ওবামার উত্থান অন্তত তাই বলে।

মুসলিম দেশগুলি এখনো সামন্ততান্ত্রিক-আরবদেশ গুলিতে অমুসলিমদের কোন নাগরকিত্ব ই নেই। ওখানে বেকারত্ব বাড়ছে-দেশের নেতারা দেখাচ্ছে আমেরিকা দায়ী। আমেরিকান নেতারাও এমনটাই চাইছে-তবেই না অস্ত্রবেচার সুবিধে!

অর্থাৎ রাজনীতিই চাইছে এই মৌলবাদি 'না' গোষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে। ককটেল গোষ্টির ওপর ভরসা রাখা মুশকিল। মসনদ টেকে না। তাই চাই মৌলবাদি জনগন-যাতে রাজনীতির ব্যাবসাটা করা যায় আরামে। পায়ের ওপর পা তুলে। এতেব আমাদের সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্যের আক্রমণ, ইরাকে আমেরিকার আক্রমন, ইত্যাদির ধুয়ো তুলে-ওদের ইসলামিক পরিচয়বোধ জাগ্রত করাও। ওদের মেয়েরা বেশ্যা-আমাদের মেয়েরা সতিসাবিত্রী বলে ঘৃণার চাকায় পাম্প দাও। রাষ্ট্র তাতে তাল মেলায়-এই ভাবেই গাঢ় হয় নিজেদের হিন্দুত্ব বা ইসলামের পরিচয়। কেও কি জানতে চাই-একজন হিন্দু বা মসুলিম মায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কেও চাই না।

সবাই চাই ধার্মিক নারী- ও মেয়েটা নাস্তিক? মানে অনেক পুরুষের সাথে শুতে চাই! ফলে পুরুষের স্যোস্যাল ইউটিলিটির ফাঁদে পড়ে মেয়েদের মাথায় ওঠে হিজাব-সিন্নি চড়ানোর ধুম।

রাষ্ট্র আর সমাজের পৃষ্টপোষকতায়, এই ভাবেই মৌলবাদের পালকি চলে। নিজেদের শবে কাঁধ দেয় মৌলবাদের ফেরিওয়ালা ধার্মিক উচ্চশিক্ষিত নারীবাহিনী। পুরুষ ধর্মে খুশী-কারণ নারীগর্ভের ওপর তার অধিকার নিশ্চিত করে 'ধর্ম'। নিজেদের জেনেটিক উত্তরাধিকার টেকানোর জন্য গৃহপালিত স্বামীরাও ঢেঁকুর তোলে-এই বেশ ভালো আছি! তারপর একদিন রাষ্ট্রযন্ত্র চলে যায় মৌলবাদিদের হাতে। দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। খাদ্যাভাব, শিক্ষাভাবে সন্তান প্রতিপালন হয় অসম্ভব। এটাই হয়েছে ইরাণে-ওখানে এখন ২২% বেকার। আর আহমেদঞ্জি আশকারা দিচ্ছেন আরো সন্তানের জন্ম দাও। তেহেরাণেও এখন তীব্রখাদ্যাভাব-কারণ খেমেইনির আমলে মৌলবাদীদের চাপে পড়ে ইরানে জনসংখ্যা বেড়েছে ৬% হারে! ৮০% খাদ্য আমদানী করতে হয়। এত তৈল সম্পদ, এত মেধা সম্পদ-অথচ দেশটা পড়ে আছে বেকারত্বের অন্ধকারে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

গত তিন দশকে খ্যাদ্যের প্রাচুর্য্যই মানুষকে ধর্মমুখী করেছে। পেটে আগুন জ্বললে কেও পরিচয়ের সংকটে ভোগে না-জৈবিকধর্মটা হারে হারে টের পায়। হিন্দু, ইসলাম ইত্যাদি পোষাকি ধর্ম তখন বিলাসিতা। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকে বামপন্থার রমরমা উত্থানের পেছনে ছিল ক্ষুদা। বিশ্বব্যাপী সেই ক্ষিদে আবার প্রবলভাবে ফিরে আসছে-কায়রো, নাইজেরিয়া, ঢাকায় এখন খ্যাদ্যাভাব। খাবার পাওয়া গেলেও দাম অত্যাধিক বেশী। তেলের দামে, খাবারে দামে জীবণধারণ এখন আবার কঠিন হচ্ছে। আরো হবে। ২০১০ সালের মধ্যে খাবারের দাম বাড়বে প্রায় চারগুন (২০০৫ সাল বেসিক)-তেল আর সারের বিল মেটাতে। আগামী দিনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাষ্ট্রকে না চালালে, রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন।

দেখা যাক। পেটের ক্ষিদে মানুষকে মৌলবাদ থেকে তার নিজস্ব জৈবিক ধর্মে ফিরিয়ে দেয় কি না। আমি আশাবাদি। সংকটই সমাধানের প্রথম পথ।

মেরিল্যান্ড ৭/৮/২০০৮

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com